2

তারিখ ... 23 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

ইউনিসেফের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের 'ঈর্ষণীয় সাফল্য'

মাথাপিছু আয় ৩শ' ডলারের নিচে হওয়ার পরও ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৮০ শতাংশের ওপর

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মাথাপিছু আয় ৩০০ ডলারের নিচে হওয়ার পরও বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৮০ শতাংশের উপরে উন্নীত করার ঘটনাকে ইউনিসেফ 'ঈর্ষণীয় সাফল্য' বলে মন্তব্য করেছে। 'দেশসমূহের অগ্রগতি ১৯৯৭' শিরোনামে যে রিপোর্ট ইউনিসেফ মঙ্গলবার বিশ্বব্যাপী একযোগে প্রকাশ করেছে তাতে এই সাফল্য ছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের কার্যক্রমেরও প্রশংসা করা হয়।

রিপোর্টে বাংলাদেশে নারীর চেহারা বিকৃত

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

মাথাপিছু আয়

(প্রথম পাতার পর)

করার জন্য এসিড নিক্ষেপ এখন সচরাচর ঘটনায় পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য খাতের করুণ চিত্র তুলে ধরে রিপোর্টে বলা হয়, পুষ্টিহীনতার কারণে কম ওজনের শিশু জন্মের হার বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ। এছাড়া বাংলাদেশে প্রতিঘণ্টায় তিন জন নারী গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় মারা যায়।

মঙ্গলবার ঢাকায় হোটেল শেরাটনে এক অনুষ্ঠানে 'দেশসমূহের অগ্রগতি ১৯৯৭' উপস্থাপন করেন ইউনিসেফের ঢাকাস্থ আবাসিক প্রতিনিধি রলফ সি কারিয়ের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিসেফ-বাংলাদেশ সরকার যৌথ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী শামসুল আলম। 'দেশসমূহের অগ্রগতি ১৯৯৭' শীর্ষক রিপোর্টে ইউনিসেফ বিভিন্ন দেশের মৌলিক শিক্ষার মান, স্যানিটেশন সুবিধা, শিশু মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে এইডস-এর প্রভাব, নারী ও মেয়ে শিশুদের নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়ের মূল্যায়ন করেছে।

ইউনিসেফের রিপোর্টে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাবকে দেশসমূহের উন্নয়নের পথে এক মারাত্মক হুমকি বলে মন্তব্য করা হয়। বিশ্বের ৩শ' কোটি লোকের ভাল পায়খানা বলতে কিছু নেই। একটি ভাল পায়খানা বিশ্বের অর্ধেক মানুষের কাছে এখনও বিলাসিতা মাত্র। ১৪টি দেশের ওপর পরিচালিত এক জরিপের তথ্য দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের স্কুল স্যানিটেশন ব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশের স্কুলে গড়ে ৯০ জন ছেলেমেয়ের জন্য মাত্র একটি টয়লেট রয়েছে। বাংলাদেশে ৪০ ভাগ স্কুলের টয়লেট সপ্তাহে একবারও পরিষ্কার করা হয় না।

ইউনিসেফ রিপোর্টে বাংলাদেশের পুষ্টি ক্ষেত্রের এক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, প্রতি মিনিটে বাংলাদেশে জন্ম নেয় ৬টি শিশু বছরে ৩০ লাখ। এদের অর্ধেকেরই জন্ম হয় একটি সুস্থ, স্বাভাবিক শিশুর ওজনের চেয়ে (সাড়ে পাঁচ পাউন্ড) কম ওজন নিয়ে। ৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই বাংলাদেশে প্রতি ৩ জন শিশুর ২ জনের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। জন্মকালীন কম ওজনের কারণে শিশুরা সহজেই রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং অপুষ্টিগ্রস্ত থাকে।

ইউনিসেফ রিপোর্টে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রসারে ব্র্যাকের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ব্র্যাকের যে ৩০ হাজার স্কুল রয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীই হচ্ছে মেয়ে। গ্রাম এলাকায় শিশুদের বাড়ির কাছাকাছি স্কুল স্থাপন এবং মহিলা শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ব্র্যাক এই সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়া ব্র্যাকের স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার পাশাপাশি কবিতা, হস্তশিল্প, নাচ ও গানের মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীল ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেও নজর দেয়া হয়।

মাথাপিছু আয় ৩০০ ডলারের নিচে হওয়ার

(১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

মাথাপিছু আয়

(১৬-এর পাতার পর)

পরও বাংলাদেশে ৮০ শতাংশের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার অর্জনকে ইউনিসেফ ঈর্ষণীয় সাফল্য বলে মন্তব্য করেছে।

বিশ্বব্যাপী নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে ইউনিসেফ মানবাধিকারের সবচেয়ে ব্যাপক লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করে। বাংলাদেশে নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ইউনিসেফের রিপোর্টে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়। এতে বলা হয়, নারীর চেহারা বিকৃত করার জন্য এসিড নিক্ষেপ বাংলাদেশে এমন সচরাচর ঘটনা যে, এজন্য দণ্ডবিধিতে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে এটিকে সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

ইউনিসেফ মেয়েদের জন্য তাদের স্ব-স্ব গৃহকে এখন 'ত্রাসের কেন্দ্র' বলে উল্লেখ করেছে। এতে বলা হয়, মহিলারা এখন অপরিচিত জনের হামলার চেয়ে বেশি ভয় পায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রেমিকের হাতে প্রতিদিনকার নৃশংসতাকে।

ইউনিসেফ রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারের উচ্চপর্যায়ে নারীর অবস্থানে ... দিয়ে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়ে আছে। বাংলা... মন্ত্রী পর্যায়ে নির্বাচিত ও নিযুক্ত নারীর শতকরা হার হচ্ছে ৮। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৬টি দেশের মধ্যে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম।

রিপোর্টে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল অনুসরণ করে বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশ এখন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সঙ্গে সামাজিক ও স্বাস্থ্যসবাকে যুক্ত করা হয়। ফলে মহিলারা তাঁদের সন্তান ও নিজেদের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা পান।